ইসলামের দায়ীদের প্রতি পয়গাম

[বাংলা]

رسالة إلى دعاة الإسلام

[اللغة البنغالية]

লেখক : মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-উছাইমীন

تأليف : محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

অনুবাদ : মুহাম্মদ ওসমান গনি

ترجمة : محمد عثمان غني

ইসলাম প্রচার ব্যুরো, রাবওয়াহ, রিয়াদ

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة الرياض

1429 – 2008

islamhouse.com

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আমরা তাঁরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাঁরই কাছে আমরা সাহায্য প্রার্থনা করছি এবং ক্ষমা চাচ্ছি ও তওবা করছি। আমরা আমাদের অন্তরের খারাবি ও অন্যায় আমল থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ যাকে হিদায়েত দান করেন, তাকে পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং মুহাম্মদ সা. তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তাঁর উপর, তাঁর পরিবার-পরিজন, তাঁর সাহাবাগণ এবং কিয়ামত পর্যন্ত সকল সৎ ও ভাল কাজের অনুসারীদের উপর দরুদ ও সালাম বর্ষণ করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহর পথে আহ্বান করা একটি মহান ও উঁচু মর্যাদাপূর্ণ কাজ। কেননা, তা হচ্ছে আল্লাহর মনোনীত কাজ, নবী-রাসূল ও তাঁদের খোলাফায়ে রাশিদীনগণের কাজ। যাদেরকে তিনি সঠিক ইলম, ‘আমল এবং উহার প্রতি আহ্বানের উত্তরাধিকারী করেছেন। অতএব, আমরা যেন একমাত্র আল্লাহর জন্য ইখলাসের সাথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমে গুরুত্ব সহকারে মুহাম্মদ সা. এর অনুসরণ করে ঐ দায়িত্ব পালন করি, যাতে আমাদের এ প্রচেষ্টা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য ও মনোনীত হয়। এ সম্পর্কিত বর্ণনায় কয়েকটি অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়: আল্লাহর পথে আহ্বান করা ওয়াজিব হওয়া এবং তার ফযীলত।
দ্বিতীয় অধ্যায়: আল্লাহর দিকে দাওয়াতের মাধ্যম ও তার পদ্ধতি।
তৃতীয় অধ্যায়: আল্লাহর প্রতি আহ্বানের ক্ষেত্র।
চতুর্থ অধ্যায়: আল্লাহর পথে আহ্বানকারীর দায়িত্ব, কর্তব্য, গুণাবলি ও কার্যক্রম।
পঞ্চম অধ্যায়: দাওয়াতে সফলতার শর্তাবলি।

প্রথম অধ্যায়
আল্লাহর পথে আহ্বান করা ওয়াজিব হওয়া এবং তার ফযীলত

আল্লাহর পথে আহ্বান করা অতি উত্তম আমল। কেননা, এ দাওয়াত হচ্ছে সুন্দর ও ইনসাফের প্রতি, সুস্বভাব আকাঙ্ক্ষিত জিনিসের প্রতি, সুস্থ মস্তিষ্ক যাকে সুন্দর বলে গ্রহণ করে এবং পবিত্র আত্মা যার প্রতি ঝুঁকে থাকে।
এ দাওয়াত আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাওয়াত, এ দাওয়াত ঐ সমস্ত সঠিক বিষয়বস্তুকে বিশ্বাসের দাওয়াত যাতে অন্তর হয় শান্ত এবং হৃদয় হয় সম্প্রসারিত। এ দাওয়াত আল্লাহর প্রতিপালনে অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই। আল্লাহ ছাড়া কোন সৃষ্টিকর্তা নেই, কোন নিয়ন্ত্রক নেই। তিনি ছাড়া উভয় জগতে নেই কারো কোন অধিকার। এই দৃঢ় বিশ্বাস মনে পোষণ করার মাধ্যমে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যদের সাথে হৃদয়ের সম্পর্ক ছিন্ন হয় এবং আশা ভরসা ও ভয় একমাত্র আল্লাহর উপর হয়। এটা বান্দাদের প্রতি এন এক দৃঢ় বিশ্বাসের দাওয়াত যে তাদের মাঝ আল্লাহই একমাত্র হুকুমদাতা, তিনি ছাড়া নির্ধারিত বস্তুতে ফয়সালা করার এবং জীবন বিধানের ব্যবস্থা করার কেউ নেই। যে বিশ্বাসের দ্বারা আল্লাহর মনোনীত শরীয়ত ছাড়া অন্য যে কোন হুকুম থেকে সম্পর্ক ছিন্ন হবে এবং পরিত্যাগ করবে ঐ সমস্ত বিধি-নিষেধ যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সা. হুকুমের বিপরীত প্রতিটি বিধি-নিষেধই হচ্ছে যুলুম ও ভ্রান্ত-যার শেষ পরিণাম হচ্ছে দেশ ও জাতির মধ্যে ফাসাদ। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿المائدة٥٠﴾

"দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহর চেয়ে উত্তম হুকুমদাতা কে আছে? (সূরা মায়েদা: ৫০ আয়াত)

এই বিশ্বাসের মাধ্যমে বান্দারা আল্লাহর হুকুমের অনুগত হয় এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে ঐ হুকুমগুলো বাস্তবায়ন করে, চাই তা তাদের প্রকৃতির অনুকুলে হোক কিংবা প্রতিকুলে হোক, যেমন করে তারা আল্লাহর নির্ধারিত হুকুম ত্বাকদীরকে মেনে নিয়ে থাকে যে, তাকদীর তাদের মধ্যে বাস্তবায়িত হবেই। তারা তা সর্বান্তঃকরণে মেনে নেয়- তা তাদের পছন্দ হোক বা না হোক।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿آل عمران٨٣﴾

"তারা কি আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য দ্বীনকে তালাশ করে? আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সবই ইচ্ছায় অনিচ্ছায় আল্লাহর আনুগত্য করে এবং তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করবে" (সূরা আলে ইমরান, ৮২)

ইয়াকীনের সাথে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের আহ্বান জানিয়ে দাওয়াত দিতে হবে যে, তিনি ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়; না কোন মালাইকা ফেরেশতা), না কোন নবী-রাসূল, অলী, আর না অন্য কেউ। কেননা, আল্লাহই হচ্ছেন একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। অতএব তাঁরই ইবাদত করা একান্ত কর্তব্য।

আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়ার অর্থ হচ্ছে- আল্লাহর সকল নাম ও সিফাতের প্রতি দৃঢ় ঈমানের আহ্বান জানানো যা কুরআন ও সুন্নাতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। ঐ সমস্ত নাম ও সিফাত তাঁর মর্যাদার উপযোগী করে বর্ণনা করা হয়েছে- যার মধ্যে কোন বিকৃত ব্যাখ্যার অবকাশ নেই, নেই কোন অস্বীকার করার উপায় কিংবা তুলনামূলক উদাহরণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١الشورى﴾

তাঁর মত কেউ নেই। তিনি সব কিছু শোনেন এবং দেখেন। (সুরা আশ-শূরা, ১১ আয়াত)

আল্লাহর প্রতি আহ্বান হচ্ছে সরল সঠিক পথের আহ্বান। এটা ঐ পথের অনুসরণের আহ্বান, যে পথ হচ্ছে নবী, সত্যবাদী, শহীদ ও নেক্কারগণের পথ যাঁদেরকে আল্লাহ নি'আমত দান করেছেন। উহা আল্লাহর সেই পথের আহ্বান যে পথকে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য তাঁর কাছে পৌঁছার উদ্দেশ্যে তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় কাজের উন্নতির জন্য সৃষ্টি করেছেন। এই অনুসরণের মাধ্যমে পথভ্রষ্টকারী বিদ'আতী পন্থাগুলো বন্ধ হয়ে যায়। বিদ'আতকারদির কু-প্রবৃত্তি তাদেরকে আল্লাহর দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, তারা আল্লাহর হুকুমকে বাদ দিয়ে অন্য কিছুর অনুসরণ করে। দ্বীন থেকে তারা বহু দুরে সরে যায়। আল্লাহ তাদেরকে যা হুকুম করেছেন, তারা তা বাদ দিয়ে অন্য গর্হিত বিষয়াদির অনুসরণ করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেন:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿الأنعام١٥٣﴾

"নিশ্চয়ই এটা আমার সরল সঠিক পথ। অতএব, তোমরা এ পথের অনুসরণ কর, অন্য কোন পথের অনুসরণ কর না। তাহলে তা তোমাদেরকে সঠিক পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। তোমাদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার।" (সূরা আল-আন'আম ১৫৩)

যে সমস্ত কাজ করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন, তা করা হচ্ছে আল্লাহর প্রদর্শিত পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ (الشورى)١٣

"তিনি (আল্লাহ) তোমাদের জন্য ঐ দ্বীন নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ করা হয়েছিল নূহ আঃ কে, আপনার কাছে যার ওয়াহী প্রেরণ করেছি এবং যার আদেশ ইব্রাহিম, মুসা ও ঈসা আঃ কে দিয়েছিলাম যে, তোমরা দ্বীনকে কায়েম করবে এবং তাতে পার্থক্য সৃষ্টি করবে না। (সূরা আশ্-শূরা, আয়াত ১৩)

আল্লাহর দিকে আহ্বান হচ্ছে উত্তম চরিত্র, সুন্দর আমল, অধিকার সংরক্ষণ, প্রত্যেকের হক প্রদানকরত: মানুষের মাঝে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা এবং যে ব্যক্তি যেই মর্যাদার অধিকারী তার সেই মর্যাদা রক্ষার আহ্বান। এর মাধ্যমে মু'মিনদের মাঝে ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ব বজায় থাকে এবং আল্লাহর শরীয়তের ভিতরে পূর্ণ নিরাপত্তা ও সুশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রত্যেক ঘৃণিত চরিত্র, খারাপ কাজ, মানব রচিত বর্বর আইন-কানুন ও ভ্রান্ত আকীদাসমূহ দুর্বল হয়ে যায়। যারা এগুলো প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং তার দিকে আহ্বান করে, এসব আল্লাহর বান্দাদেরকে তাঁর নির্দেশিত পথ অনুসরণে যারা বাধা সৃষ্টির ইচ্ছা করে, তারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়।

এ সমস্ত কাজের সুবাদে এবং সেগুলো উত্তম পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা ও ফাসাদ নিবারণ করার কারণে আল্লাহর পথে হিবান করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মহৎ কাজ। এ কাজ সমাধা-কারী-গণ নবী ও রাসূলগণের ওয়ারিশ। কুরআনের বহু আয়াতে ও হাদীসে এ দায়িত্ব পালনের আদেশ ও তার ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবীকে সা. বলেন:

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ ﴿الحج٦٧﴾

"আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য এক একটি নিয়ম-নীতি নির্ধারণ করেছি যা তারা পালন করেছে। অতএব, তারা যেন এ ব্যাপারে আপনার সাথে বিতর্ক না করে। আপনি তাদেরকে আপনার প্রভুর দিকে আহ্বান করুন। নিশ্চয়ই আপনি সরল ও সঠিক পথে আছেন।" (সূরা হজ্জ: ৬৭)

আল্লাহ বলেন:

وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٨٧القصص﴾

“আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার পর তারা যেন আপনাকে আল্লাহর আয়াত থেকে বিমুখ না করে। আপনি আপনার রবের দিকে দাওয়াত দিন। আর আপনি কখনই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।” (সূরা আল কাসাসঃ৮৭)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴿١٣﴾ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿١٤﴾ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آَمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿الشورى١٥﴾

“তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে- আপনার প্রতি যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহিম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা কর এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি কর না। আপনি মুশরিকদেরকে যে বিষয়ের প্রতি দাওয়াত দেন, তা তাদের দুঃসাধ্য বলে মনে হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন এবং যে তার পথ অবলম্বন করে, তাকে তিনি পথ প্রদর্শন করেন। তাদের কাছে জ্ঞান আসার পরই তারা পারস্পরিক অনৈক্যের কারণে মতভেদ করেছে। যদি আপনার পালন কর্তার পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে তাদের ফয়সালা হয়ে যেত। তাদের পর যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছে, তারা অস্বস্তিকর সন্দেহে পতিত রয়েছে। সুতরাং আপনি এর প্রতিই দাওয়াত দিন এবং হুকুমের উপর অবিচল থাকুন; আপনি তাদের ধ্যান-ধারণার অনুসরণ করবেন না। বলুন, আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন, আমি তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে আদিষ্ট হয়েছি।

আল্লাহ বলেন:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿آل عمران١٠٥﴾

“তোমাদের মধ্যে একটা দল থকা উচিত, যারা আহ্বান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দেবে ভাল কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে। আর তারাই হল সফলকাম। তাদের মত হয়ো না যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং নিদর্শনসমূহ

আসার পরও বিরোধিতা করা শুরু করেছে; তাদের জন্য রয়েছে ভয়ংকর আযাব ।
আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿فصلت٣٣﴾

"যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে- আমি একজন মুসলমান, তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার হতে পারে?

বুখারী ও মুসলিম শরীফে রয়েছে-

عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وأمره أن بدعوهم إلى الاسلام والصلاة والزكاة-

ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত যে নবী সা. মুয়াজ রা. কে ইয়ামানে পাঠালেন এবং তাকে আদেশ করলেন- তিনি যেন তাদেরকে ইসলাম, নামাজ ও যাকাতের দিকে দাওয়াত দেন ।

عن سهل بن سعد رضى لله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعلى بن أبي طالب رضى الله عنه يوم خيبر أنفذ علي رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الاسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم (متفق عليه)

সাহল বিন সা'দ রা. হতে বর্ণিত, নবী সা. আলা বিন আবী তালেব রা. কে খয়বারের দিনে বলেন, "তুমি তোমার সাথিদের অগ্রে চলবে। এভাবে তাদের কাছে পৌঁছোবে। অতঃপর তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিবে এবং আল্লাহর হকের মধ্যে থেকে যা অবশ্য কর্তব্য তা তাদেরকে জানিয়ে দিবে। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, আল্লাহ যদি তোমার দ্বারা একজনকেও হেদায়েত দান করেন তবে তা তোমার জন্য উত্তম হবে সর্বোৎকৃষ্ট নিয়ামত থেকে ।" (বুখারী ও মুসলিম)

عن تميم بن أوس الداري رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. (رواه مسلم)

তামীম বিন আউছ আদ্-দারী রা. হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূল সা. বলেন: "ধর্মই হচ্ছে নসীহত ।" আমরা বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! এটা কার জন্য? তিনি বললেন: আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য; মুসলমানদের নেতাদের জন্য এবং সর্বসাধারণের জন্য । (মুসলিম)
বলা বাহুল্য, আল্লাহর দিকে দাওয়াত হচ্ছে আল্লাহর জন্য নসিহত ।

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الاجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم

شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من اتبعه ولا ينقص ذلك من آثامهم شيئا (رواه مسلم)

আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- নিশ্চয়ই রাসূল সা. বলেন: "যে ব্যক্তি হেদায়েতের দিকে আহ্বান করে, তার এই পরিমাণ ছাওয়াব হয়, যে পরিমাণ ছাওয়াব তাকে অনুসরণ করে অন্যরা পেয়ে থাকে এবং তা তাদের ছাওয়াব থেকে বিন্দু পরিমাণও কমানো হয় না। আর যে ব্যক্তি ভ্রান্ত পথে ডাঁকে, তারও এই পরিমাণ পাপ হতে থাকে, যে পরিমাণ তাঁকে অনুসরণ করে অন্যেরা পেয়ে থাকে এবং তা তাদের পাপ থেকে বিন্দু পরিমাণও কমানো হয় না।" (মুসলিম)

এই সকল আয়াত ও হাদীসসমূহ আল্লাহর দিকে দাওয়াত ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ ও ফজীলত বর্ণনা করে। আল্লাহর শরীয়তের প্রসার ও তার সংরক্ষণ এই দাওয়াতের উপরই নির্ভর করে। এর মাধ্যমেই মানুষ তাদের বিরাট কল্যাণ সাধন, জীবিকা নির্বাহ, ধর্মীয় ও দুনিয়াবী ফিতনা ফাসাদ থেকে বাঁচার সর্বোত্তম পন্থা পেয়ে যাবে- যদি তারা তা গ্রহণ করে এবং তা আমলে পরিণত করে। আল্লাহ তাওফীকদাতা।

দ্বিতীয় অধ্যায়
আল্লাহর দিকে দাওয়াতের মাধ্যম ও তার পদ্ধতি

দাওয়াতের মাধ্যম বলতে ঐ সমস্ত পন্থা কে বুঝানো হয়, যার দ্বারা দা'য়ী তার দাওয়াত পৌঁছায়। তা তিন প্রকার। প্রত্যেকটি প্রকারের এক একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

প্রথম: সরাসরি মৌখিক কথা-বার্তার মাধ্যমে।

এ পদ্ধতিতে দাওয়াত দেয়ার নিয়ম হল- আহ্বানকারী যাদেরকে দাওয়াত দেবে, তাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে। তাদের সামনা-সামনি হয়ে বয়ান করবে এবং যে বিষয়ের দিকে সে ডাকছে, তার হাকীকত ও ফজীলত ও তার বাহ্যিক ও ওয়াদাকৃত প্রতিদানসমূহের বর্ণনা স্পষ্টভাবে তুলে ধরবে। এই প্রকারের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে দায়ী যাদেরকে ডাকবে, তাদের গ্রহণের মানসিকতা ভাল করে জানবে; তাদের অন্তরের প্রশস্ততা ও প্রফুল্লতা লক্ষ্য করে দাওয়াত দেবে, আমলের জন্য উদ্বুদ্ধ করবে, স্থান-কাল পাত্র বিবেচনা করে তাদের সাথে ব্যবহার করবে। সন্তুষ্ট হওয়া ও গ্রহণ করা পর্যন্ত তাদের মাঝে কথাবার্তা চালিয়ে যাবে। অন্যান্য মাধ্যমের চেয়ে এ মাধ্যমটাই সবচেয়ে কার্যকরী।

দ্বিতীয়: মৌখিক কথাবার্তার মাধ্যমে, তবে সরাসরি নয়; যেমন রেডিও এবং টিভির মাধ্যমে।

এই প্রকারের দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- এ পদ্ধতিতে দাওয়াত। এমন ব্যাপকভাবে পৌঁছে থাকে, যা মুখোমুখি কথাবার্তার মাধ্যমে পৌঁছানো সম্ভব হয় না।

তৃতীয়: লিখনির মাধ্যমে। যেমন, বই সংকলন, পেপার-পত্রিকা, পোষ্টার-ব্যানার প্রকাশ ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচার।

এ প্রকারের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, যে বিষয়ের প্রতি তাদেরকে আহ্বান করা হচ্ছে, তারা প্রয়োজনে তা কয়েক বার পাঠ করে তার ফজীলত ও ফলাফল অনুধাবন করকে পারে।

আল্লাহর দিকে দাওয়াতের পদ্ধতি, বয়ান এবং যাকে ডাকা হবে তার অবস্থা বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। সাধারণত: এর তিন অবস্থা:

(১) একজন ভাল ও উত্তম বস্তু পেতে আগ্রহী, তবে সে সেই বিষয়ে অজ্ঞ এবং তা তার কাছে অস্পষ্ট। এমতাবস্থায় তার জন্য সাধারণ দাওয়াতই যথেষ্ট। যেমন- তাকে বলা যে, এটি আল্লাহর আদেশ ও রাসূলের নির্দেশ। অতএব, পান কর। অথবা বলা হবে, এটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নিষেধ করেছেন। অতএব, এর থেকে বিরত থাক। এ পদ্ধতি এই জন্য যে, তার ভাল কাজে আগ্রহ রয়েছে এবং তা সে গ্রহণ করতে আগ্রহী। অতএব, এতটুকুতেই সে গ্রহণ করবে এবং অনুসরণ করবে।

(দ্বিতীয় অবস্থা হচ্ছে- যার মধ্যে উত্তম কাজ ও তা গ্রহণে রয়েছে অলসতা ও দুর্বলতা এবং খারাপ কাজে রয়েছে আগ্রহ। এমতাবস্থায় সাধারণ দাওয়াত তার জন্য যথেষ্ট নয়, বরং কর্তব্য হচ্ছে, উত্তম কাজের প্রতি ও তার অনুসরণে উৎসাহিত করা, তার ফজীলত বর্ণনা করা, সুন্দর শেষ পরিণাম ও প্রশংসিত প্রতিদানের ব্যাখ্যা উদাহরণের মাধ্যমে সুন্দরভাবে তুলে ধরা। তেমনিভাবে খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য আল্লাহর ভয়ংকর শাস্তির কথা শুনিয়ে ভীতি প্রদর্শন করা, উহার নিকৃষ্টতার বর্ণনা দেয়া, কু-পরিণাম ও ফাসিকদের নিকৃষ্ট শেষ পরিণতি সম্পর্কে উপমা সহকারে বর্ণনা পেশ করা।

মহান আল্লাহ বলেন:

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى أَنْ كَذَّبُوا بِآَيَاتِ اللهِّ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ ﴿١٠الروم﴾

"যারা মন্দ কাজ করেছে, তাদের পরিণামও হয়েছে মন্দ। কারণ তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলত এবং সেগুলো নিয়ে ঠাট্টা করত।

(৩) তৃতীয় অবস্থা হচ্ছে যে- ভাল কাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং খারাপের দিকে ধাবিত হয়, তদুপরি এ ব্যাপারে বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত হয়। এই ব্যক্তির ব্যাপারে শুধুমাত্র দাওয়াত ও উপদেশই যথেষ্ট নয়, বরং তার সাথে উত্তম পন্থায় যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে তার কাছে দাওয়াত তুলে ধরতে হবে। যুক্তি-তর্কের উত্তম পন্থা হলো-হক-বা সত্য এমনভাবে যুক্তি-প্রমাণের সহিত উপস্থাপন করা, যাতে তার যুক্তি খণ্ডে যায় এবং তার পথ ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়।

দাওয়াতের উল্লেখিত তিন অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (النحل ١٧٠)

"আপনি আপনার প্রতিপালকের পথে সুকৌশলে ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান করুন এবং তাদের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্ক করুন। (সূরা নহল: ১৭০)

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন- মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত: কেউ হককে স্বীকার করে, কিন্তু আমল করে না এ ক্ষেত্রে তাকে উপদেশ দেওয়া প্রয়োজন। যতি সে আমল করে। আর যে হক কে স্বীকার করে না, তার সাথেই উত্তম পন্থায় বিতর্ক করা প্রয়োজন। কেননা, উত্তেজনাকর মুহূর্তেই বিতর্ক সংঘটিত হয়ে থাকে। তাই যদি তা উত্তম পন্থায় হয়, তবেই যথেষ্ট ফায়দা জনক হয়ে থাকে। যদি আহ্বান কৃত ব্যক্তি এ সকল পন্থায় দাওয়াত দেয়ার দ্বারা ন্যায়ের রাস্তায় চলে আসে, হককে স্বীকার করে এবং তার অনুগত হয়, তবে তো ভাল। অন্যথায় আমরা তার সাথে পরবর্তী অবস্থায় চলে যাব। সেই চতুর্থ অবস্থা হচ্ছে তা-ই, নিম্নোক্ত আল্লাহর বাণী যার দিকে ইঙ্গিত করে:

وَلَا تجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ

(العنكبوت٤٦)

তোমরা আহলে কিতাবের সাথে উত্তম পন্থা ছাড়া তর্ক-বিতর্ক করবে না। তবে তাদের সাথে নয়, যারা তাদের মধ্যে জুলুম করেছে।” (সূরা আনকাবুতঃ ৪৬)

ইব্‌নু কাছীর রা: বলেন: তাঁদের (আহলে কিতাবের) মধ্যে যারা জুলুম করেছে এর দ্বারা উদ্দেশ্য, যারা হক থেকে সরে গিয়েছে এবং স্পষ্ট প্রমাণাদি থেকে অন্ধ হয়েছে, বিরুদ্ধাচরণ ও অহংকার করেছে। এমন পরিস্থিতিতে দাওয়াতের কার্যক্রম তর্ক-বিতর্কের পর্যায় হতে জিহাদের পর্যায়ের দিকে চলে যেতে পারে। তখন তাদের বিরুদ্ধে এমনভাবে লড়তে হবে, যেন তারা বিরুদ্ধাচরণ ছেড়ে দেয় এবং ভীত-সন্ত্রস্ত হয়। এই চতুর্থ অবস্থা সাধারণ ব্যক্তির কাজ নয়, বরং এটি তাদের কাজ-যাদের হাতে ক্ষমতা বা হুকুমত রয়েছে। কেননা, সর্বসাধারণতো সরকারের অধীন। তাই যদি তা সরকারের মাধ্যমে না হয়, তবে অরাজকতা দেখা দিবে এবং অনেক ক্ষতি ও বিরাট ফাসাদের সৃষ্টি হবে।

এই হচ্ছে আহ্বানকৃত ব্যক্তির কবুল করা অথবা কবুল করার পরিপ্রেক্ষিতে দাওয়াতের পদ্ধতি।

আর যে জিনিসের প্রতি আহ্বান করা হবে, তার ধারাবাহিকতার দিক দিয়ে দাওয়াতের পদ্ধতি হবে এই যে, প্রথমে মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দিয়ে শুরু করবে। অতঃপর একের পর এক আহ্বানকৃত ব্যক্তিকে ক্রমানুসারে অন্যান্য বিধানের প্রতি নিয়ে যাবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, আমরা যদি এমন এক ব্যক্তিকে আহ্বান করি, যে ব্যক্তি সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে স্বীকার করা, তার ইবাদত করা ও রাসূলের অনুসরণ করাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে, তাহলে তার কাছে আমরা প্রথমে জ্ঞান ও যুক্তিভিত্তিক দলীল আদিল্লাহর ভিত্তিতে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে প্রমাণ করব এবং স্রষ্টার অস্তিত্বের বাস্তব উদাহরণ পেশ করব, যাতে করে সে এর বাস্তবতা জানতে পারে এবং স্বীকার করে নেয় যে, আল্লাহ একাই সৃষ্টিকর্তা, তাঁর কোন শরীক নেই।

অতঃপর তাকে নিয়ে যাব আল্লাহর উলুহিয়াতের প্রতি ও তার ওয়াজিব ইবাদতের প্রতি। কেননা, রুবুবিয়াতকে স্বীকার করা বাধ্য করে উলুহিয়াতকে স্বীকার করতে। তা আল্লাহ তা’আলা ধারাবাহিকভাবে পবিত্র কুরআনে বহু জায়গায় বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেন:

أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿الأعراف١٩١﴾

"তারা কি এমন কাউকে শরীক সাব্যস্ত করে, যে একটি বস্তু ও সৃষ্টি করেনি, বরং তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে? (সূরা আ'রাফ ১৯১ আয়াত)

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ﴿الفرقان٣﴾

"তারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্য এমন উপাস্য গ্রহণ করেছে, যারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তারা না পারে নিজেদের কোন উপকার করতে, না পারে কোন ক্ষতি করতে। আর না আছে জীবন, মরণ ও পুনরুজ্জীবনের উপর তাদের কোন ক্ষমতা। (সূরা ফুরকান: ৩আয়াত)

তারপর আমরা তাকে ইবাদতের পদ্ধতির দিকে নিয়ে যাব এবং ইবাদতের ওয়াজিবের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরব। আর এটাই হচ্ছে রাসূলগণের পদ্ধতি। যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি জগতের কাছে প্রেরণ করেছেন এবং তাদেরকে নিদর্শন দিয়ে শক্তিশালী করেছেন, যাতে তারা সৃষ্টি জগৎকে শিক্ষা দেন ঐ জিনিস- যা তাদেরকে অদৃশ্য বিষয়ে ফায়দা দিবে এবং তারা কীভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, তা তারা বর্ণনা করেন। কেননা, ইবাদত হচ্ছে আল্লাহর হক যা তিনি বান্দাদের উপর ওয়াজিব এমনভাবে করে দিয়েছেন, যেভাবে তিনি পছন্দ করেন। তা রাসূলগণের মাধ্যম ছাড়া জানা সম্ভব নয়।

তখন সে যদি স্বীকার করে যে, সহজ পন্থায় আল্লাহর ইবাদত করা একান্ত প্রয়োজন এবং রাসূলগণের মাধ্যম ছাড়া তা জানা অসম্ভব, তাহলে তাকে আমরা আল্লাহর মনোনীত নির্দিষ্ট রাসূলের রাস্তার দিকে নিয়ে যাব- যার অনুসরণ করা ওয়াজিব। তিনি হলেন মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সা. যাকে সমস্ত মানুষের কাছে পাঠান হয়েছে এবং এ ব্যাপারে প্রমাণাদি তাঁর কাছে পাঠান হয়েছে এবং এ ব্যাপারে প্রমাণাদি তাঁর কাছে তুলে ধরব। তাঁর প্রতি ঈমান আনা অতীতের সমস্ত রাসূলের প্রতি ঈমানকে শামিল করে, তবে তাকে আমরা রাসূল সা. এর শরীয়ত যা কিছু নিয়ে এসেছে, তার বিস্তারিত বর্ণনার দিকে নিয়ে যাব- যাতে সে তা স্বীকার করে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি যেমন- নামাজ, রোজা ও যাকাত ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করে।

তৃতীয় অধ্যায়
আল্লাহর দিকে দাওয়াতের ক্ষেত্র

আল্লাহর দিকে দাওয়াতের মাজাল বলতে আমরা বুঝি দাওয়াতের বিভিন্ন ক্ষেত্র। আল্লাহর পথে দাওয়াত কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর অনেক ক্ষেত্র রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:

(১) ব্যক্তিগত যোগাযোগ: আহ্বানকারী কোন ব্যক্তিকে দাওয়াত দানের ইচ্ছা করবে, অতঃপর তাকে দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখিত ধারাবাহিক পদ্ধতিতে আল্লাহর পথে আহ্বান করবে।

(২) গুরুত্বপূর্ণ স্থান: যেমন- মসজিদ, একত্রিত হওয়ার অনুষ্ঠান, যথা-হজ্জ মওসুম, সভা সম্মেলন, হোটেল, রেস্টুরেন্ট ও অন্যান্য স্থানে পরিবেশ-পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের আলোকে দাওয়াত দেয়া। আর এ জন্য রাসূল সা. বিভিন্ন মেলা ও মওসুমে অনেক গোত্রের কাছে নিজেকে পেশ করতেন এবং তাদেরকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিতেন। ইমাম আহমদ রা. রাবিয়াহ বিন ইবাদ আদ্দাহলী রা. হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন-

رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا

“আমি রাসূল সা. কে জুলমাজায বাজারে দেখেছি, তিনি বলেছেন- হে মানুষেরা! তোমরা বল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তবেই মুক্তি পাবে”।

জাবের রা. থেকে বর্ণিত

ومن حديث جابر رضى الله عنه قال كان النبى صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموقف فيقول: هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا منعونى أن أبلغ كلام ربى عز وجل (رواه أهل السنن الأربعة)

তিনি বলেন, রাসূল সা. বিভিন্ন স্থানে মানুষের কাছে নিজেকে পেশ করতেন। অতঃপর বলতেন- “কে আছ, যে আমাকে তার গোত্রের কাছে নিয়ে যাবে? কেননা, কুরাইশরা আমাকে আমার রবের কথা পৌঁছাতে নিষেধ করেছে।” (বুখারী, মুসলিম, আবুদাউদ ও তিরমিজী)

قال ابن اسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك من أمره كلما اجتمع الناس في الموسم أتاهم يدعوا القبائل إلى الله عز وجل وإلى الاسلام ويعرض عليهم نفسه وما جاء به من الهدى والرحمة ولا يسمع بقادم يقدم مكة من العرب له اسم وشرف إلا تصدى له ودعاه إلى الله وعرض عليه ما عنده

ইবন ইসহাক বলেন, রাসূল সা. এর অবস্থা এমন ছিল যে, কোন মওসুমে মানুষ যখন একত্রিত হতো, তখন তিনি তাদের কাছে আসতেন এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়কে আল্লাহর দিকে ও ইসলামের দিকে ডাকতেন। তাদের সামনে নিজেকে এবং যে হেদায়েত ও রহমত তিনি নিয়ে এসেছেন, তা পেশ করতেন। আর যখনই তিনি আরবের কোন সম্ভ্রান্ত নামকরা ব্যক্তির মক্কা আগমনের খবর শুনতেন, তখনই তার কাছে আসতেন এবং

তাকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতেন, তাঁর কাছে দাওয়াত দিতেন, তাঁর কাছে দ্বীন পেশ করতেন।

(৩) শিক্ষাঙ্গন: যেমন- ইনিষ্টিটিউট, মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি- সেখানে বক্তৃতা ও সাধারণ সভার মাধ্যমে হোক অথবা বিশেষ ক্লাসের মাধ্যমেই হোক দ্বীনের দাওয়াত দেয়া যায়। স্বীয় ধর্মের প্রতি মোখলেস শিক্ষক পাঠের মধ্য দিয়ে কথার মাধ্যমে আল্লাহর পথে আহ্বান করতে সক্ষম। অথবা তার ইবাদতের অবস্থা, উত্তম চরিত্র, ন্যায়-নীতি ইত্যাদির মাধ্যমেও আল্লাহর পথে দাওয়াতের কাজ করতে পারে। কেননা, শিক্ষক হচ্ছে ছাত্রদের আদর্শ। তার কাজ-কর্ম ও চরিত্র তাদের মন-মানসে গেঁথে থাকে এবং তাদের আমল ও আখলাকে তা প্রকাশ পায়।

চতুর্থ অধ্যায়

আল্লাহর পথে আহ্বানকারীর দায়িত্ব, কর্তব্য, গুণাবলি ও কার্যক্রম

দা'য়ীর মর্যাদা হচ্ছে নেতৃত্বের মর্যাদার মত গুরুত্বপূর্ণ। অতএব, এ মান মর্যাদা সংরক্ষণ করা ও তার সাথে মনোনিবেশকে পরিচালনা করা একান্ত প্রয়োজন। যাতে করে তা বাস্তবে পরিণত হয়। অতএব, দা'য়ীর নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য করা উচিৎ:

(১) আল্লাহর জন্য সরল ও বিশুদ্ধ চিত্তে সে কাজ করবে, তার দাওয়াতের দ্বারা সে আল্লাহর নৈকট্যের ইচ্ছা করবে। মানুষদেরকে পাপ ও অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে বের করে অনুসরণ ও জ্ঞানের আলোর দিকে নেয়ার মাধ্যমে দ্বীনের সাহায্য ও আল্লাহর বান্দাদের সংশোধন করবে। তার দাওয়াতটি আল্লাহর মুহাব্বতে তার দ্বীনের জন্য এবং সমস্ত মানব জাতির কল্যাণের উদ্দেশ্যে চালাতে থাকবে।

আল্লাহর উপর ভরসা, দৃঢ় ইচ্ছা ও সর্বশক্তির সাথে ইখলাসের মাধ্যমে এই প্রবাহ-মান দাওয়াত অবশ্যই কার্যকর হবে। আপনি কি মুসা আ. এর ঘটনা জানেননি? যখন মানুষ তাঁর উদ্দেশ্যে তাদের সুসজ্জিত উৎসবদিনে একত্রিত হয়েছে, অপরদিকে ফেরাউন স্বীয় ষড়যন্ত্রের কলাকৌশল তাঁর জন্য জমা করল, তারপর সে দাম্ভিকতা, গৌরব ও অহংকারের সাথে আসল। তখন মুসা আঃ এর দাওয়াতের রূপ-রেখা এরূপ ছিল:

قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى ﴿طه٦١﴾

“মূসা আঃ তাদেরকে বললেন: তোমাদের দুর্ভাগ্য, তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করনা। তাহলে তিনি তোমাদেরকে আযাব দ্বারা ধ্বংস করে দেবেন। যে মিথ্যা আরোপ করেছে, সেই বিফলকাম হয়েছে। এ কালিমা কি করেছে? নিশ্চয়ই তা তাদের কথাগুলোর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে দিয়েছে। তাদের চরিত্রগুলোকে সঙ্গে সঙ্গে বিলম্ব ছাড়াই ভিন্ন করে দিয়েছে।

فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ (طه٦٢)

“অতঃপর তারা তাদের কাজে নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করল।” নিজেদের মধ্যে বিতর্ক হচ্ছে অকৃতকার্যের কারণ সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় কারণ এবং এর দ্বারা প্রভাব চলে যায়। যেমন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা বলেন-

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ (الأنفال ٤٦)

“ তোমরা পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হয়ো না। তাহলে তোমরা অকৃতকার্য হয়ে যাবে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে।” দা’য়ীর দাওয়াত একমাত্র আল্লাহর জন্যই সরল ও বিশুদ্ধ চিত্তে কাজ করাটা কামিয়াবী ও ছওয়াব পাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদি তার এ দাওয়াতের দ্বারা মানুষের দৃষ্টি কামনা করে, অথবা দুনিয়াবী কোন জিনিসের ইচ্ছা করে, যেমন, ধন-সম্পদ অথবা মান-সম্মান অথবা নেতৃত্ব, তাতে তার আমল নষ্ট হবে এবং তার উপকার হবে স্বল্পই। মহান আল্লাহ বলেন:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿١٥﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿هود١٦﴾

“ যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তাঁর চাকচিক্য কামনা করে, আমি তাদেরকে দুনিয়াতেই তাদের আমলের প্রতিফল পরিপূর্ণ করে দেই। তাতে তাদের প্রতি কমতি করা হয় না। এদের জন্য আখেরাতে আগুন ছাড়া কিছুই নেই। তারা যা করেছিল, তা দুনিয়াতে বিনষ্ট হয়েছে এবং যা কিছু আমল করেছিল, তা বাতিল হয়েছে।” (সূরা হুদ : ১৫-১৬)

আবু হুরাইরা রা.হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-আমি নবী করিম সা.কে বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিনে সর্বপ্রথম ঐ ব্যক্তির বিচার করা হবে- অতঃপর হাদীস উল্লেখ করেছেন এবং তাতে রয়েছে:

عن أبى هريرة رضيالله عنه قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه- فذكر الحديث وفيه- ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال : كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار. (رواه مسلم)

-এক ব্যক্তি এলেম শিক্ষা করেছে এবং অপরকে তা শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন পড়েছে, তাকে নিয়ে আসা হবে এবং তার নিয়ামতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে। সে তা স্বীকার করবে। তখন তিনি তাকে বলবেন: " এ নিয়ামতের মাধ্যমে তুমি কি করেছ?" সে বলবে: "আমি এলেম শিক্ষা করেছি এবং তা শিক্ষা দিয়েছি এবং আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কুরআন পড়েছি। তিনি বলবেন: "তুমি মিথ্যাবাদী, বরং তুমি এলেম শিক্ষা করেছ এ জন্য যে, লোকেরা তোমাকে আলেম বলা হবে, বরং তুমি এলেম শিক্ষা করেছ এ জন্য যে, তোমাকে আলেম বলা হবে, কুরআন পাঠ করেছ এ জন্য যে, লোকেরা তোমাকে ক্বারী বলবে। তা তো বলা হয়েছেই। তখন তাকে নিয়ে যাওয়ার হুকুম করা হবে।ফলে তাকে চেহারা উপুর করে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।" (মুসলিম শরীফ)

(২) আল্লাহর প্রতি দাওয়াতের দ্বারা এ বিশ্বাস রাখবে যে, সুন্নত ও হিদায়েত প্রচারের দিক দিয়ে সে তার নবী মোহাম্মাদ সা. এর ওয়ারিশ। যাতে এটি আল্লাহর প্রতি দাওয়াত, ধৈর্য ধারণ এবং ছাওয়াবের প্রত্যাশায় সহায়ক হয় এবং আল্লাহর এই বাণীতে শরীক হতে পারে:

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِّ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي (يوسف١٠٨)

"আপনি বলে দিন- এই আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীরা আল্লাহর দিকে বুঝে-শুনে দাওয়াত দেই।" (সূরা ইউসুফ: ১০৮)

(৩) আল্লাহর প্রতি দাওয়াতে সে যেন ছাবেত ও অটল থাকে। জটিলতা তাকে জোরে নাড়া দিতে এবং নৈরাশ্য তাকে যেন ধাক্কা দিতে না পারে। সে তার সঠিক পদ্ধতিতে অবিচল, দাওয়াতের শেষ ফলে সে আশাবাদী, বিভিন্ন উপকারিতায় সে দৃঢ় থাকবে। সে তা বুদ্ধিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবে। সত্য বর্ণনা, নিয়তের বিশুদ্ধতা, আখেরাতের ছাওয়াব ও আমলের সঠিকতায় সে নির্ভরশীল হবে। তখন দাওয়াত সৃষ্টির উপযোগী বলে আশাবাদীও হবে- যদিও তার বাস্তব প্রতিফলন কিছু সময় পরে হোক।

(৪) সে ধৈর্য ধারণ করবে এবং তাতে বিজয়ী হবে। সে সৃষ্টির পক্ষ থেকে পাওয়া ব্যথা-বেদনা ও কষ্টের উপর সবর করবে। কেননা, এই দায়িত্ব যে পালন করেছে, তাকে অবশ্যই এই দাওয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্টির নিকৃষ্ট ব্যক্তিদের থেকে বিভিন্ন ব্যথা-বেদনা ও কষ্টের উপর সবর করবে। কেননা, এই দায়িত্ব যে পালন করেছে, তাকে অবশ্যই এই দাওয়তের পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্টির নিকৃষ্ট ব্যক্তিদের থেকে বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তার দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করতে হবে।

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللهِّ (الأنعام ٣٤)

"আপনার পূর্ববর্তী অনেক রাসূলকে মিথ্যা বলা হয়েছে। তাঁরা এতে ধৈর্য ধারণ করেছেন। তাঁদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছা পর্যন্ত তাঁরা নির্যাতিত হয়েছেন। আল্লাহর বাণী কেউ পরিবর্তন করতে পারে না।

সবর বা ধৈর্য হচ্ছে এমন উন্নত স্তর যে, দীর্ঘ দিন বার বার ধৈর্যের মাধ্যমে বান্দা তার ফজিলতসমূহ লাভ করতে থাকে

এবং সে জন্য তাকে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতেই হয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿الزمر١٠﴾

"নিশ্চয়ই ধৈর্য ধারণকারীদেরকে তাদের পুরস্কার বে-হিসাবী দেয়া হবে।" (সূরা যুমার:১০) হক বর্ণনা, তার প্রতি দাওয়াত ও তার ব্যাপারে বিতর্ক করার মাধ্যমে তার উচিত, আকাঙ্ক্ষিত শেষ পরিণাম বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য ধৈর্য ধারণ করা।

(৫) আল্লাহর রাস্তার দাওয়াতে হিকমতের পন্থা গ্রহণ করবে এবং স্থান-কাল পাত্র ভেদে যথাযথ পদ্ধতি ব্যবহার করবে। কেননা, বুঝ, জ্ঞান, নম্র ও কঠোরতা, সত্যকে গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যান ব্যাপারে সব মানুষ সমান নয়। অতএব, প্রত্যেকের সাথে যা তার জন্য উপযোগী, তা অবলম্বন করা- যাতে সে গ্রহণ করে, এটাই হচ্ছে হিকমতের সাথে আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দেয়ার স্বরূপ। আর সে যেন অভ্যস্ত ও সহ্যকারী হয়। তাই কোন ব্যক্তিকে বক্র-পথে চলতে দেখলে, তাকে সৎ পথে না ডেকে তার থেকে দুর সরে যাবে না এবং তাকে তার বক্রতার পথে শয়তানের জন্য ছেড়ে দেবে না। বরং তার সাথে সব সময় যোগাযোগ রাখবে এবং তার কাছে হক বর্ণনা করবে, তাকে নেকির পথে উৎসাহ দেবে। কত মানুষ হেদায়েত থেকে দূরে চলে গিয়েছে, তারপরও আল্লাহ তাকে হেদায়েত দিয়েছেন। আর এটাও হিকমতের মধ্যে যে, আহ্বানকৃত ব্যক্তির ভ্রান্ততায় তিরস্কার না করা। তা যদি করা হয়, তবে তার হক থেকে দুরে সরে যাওয়া বৃদ্ধি পাবে এবং ঘৃণিত কাজে সে আরও মত্ত হবে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন-

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُم(الأنعام١٠٨)

"তারা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত করে, তাদেরকে তোমরা গালী দিও না। তাহলে তারা ধৃষ্টতা করে অজ্ঞতাবশত: আল্লাহকে গালী দেবে। এমনিভাবে আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে তাদের কাজ-কর্ম সুশোভিত করে দিয়েছি।" (আনআমঃ১০৮)

বরং তাকে হক স্মরণ করিয়ে দেবে এবং উৎসাহ দিতে থাকবে। তাতে তার অন্তর পাওয়া যাবে এবং বাতিল যা তার কাছে প্রিয়, তা ছেড়ে দেওয়া তার জন্য সহজ হবে। কেননা, প্রিয় জিনিস ছেড়ে দেয়া অত্যন্ত কঠিন এবং মানুষের পক্ষে অনেক ত্যাগ তিতিক্ষার পর তা ছেড়ে দেয়া সম্ভব হয়। শরীয়তে মদ হারাম করার ব্যাপারে আল্লাহর হিকমতের দিকে লক্ষ কর। যখন তা মানুষের কাছে প্রিয় বস্তু ছিল, মুমিনগণের পক্ষ থেকে জিজ্ঞেস করার মাধ্যমে মদ ধাপে ধাপে হারাম হয়েছিল।

তন্মধ্যে: প্রথম পদক্ষেপ: তাদের প্রশ্নের জবাবে ইঙ্গিত-

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الخَمْرِ وَالمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا (البقرة٢١٩)

"তারা আপনাকে মদ জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে; আপনি বলে দিন- এ দুটির মধ্যে রয়েছে মহাপাপ ও মানুষের জন্য নানা

উপকারিতা, তবে এ সবের উপকারের চেয়ে ক্ষতি অনেক বড় ।" (সূরা বাকারাঃ২১৯)

এখানে একটি উপকারের কথা বলেন নি, বরং বলেছেন অনেক উপকারের কথা- যাতে করে তার মধ্যে যা রয়েছে অথবা তাতে যে উপকারের কল্পনা করা হয়, সব কিছুকে শামিল করতে পারে । আর এ সমস্ত উপকার বড় পাপের তুলনায় ছোট বা হীন হবে । এটাই হচ্ছে মদের প্রকৃত রূপ । প্রত্যেক মানুষ মদের হুকুমের ব্যাপারে এ চিন্তা ভাবনা করবে এবং এর থেকে দুরে থাকবে । যদিও তখন এটা হারাম ছিল না, কিন্তু যখন অবগত হবে যে, মদের ও ক্ষতিটা উপকারের চেয়ে বড়, তখন তা এমনিতেই ছেড়ে দেবে । তদুপরি এ বর্ণনায় শুধুমাত্র মদ হারাম হওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে । কেননা, শরীয়াতের কায়েদা হচ্ছে, যে জিনিসে উপকারের চেয়ে ক্ষতির পরিমাণ বেশি, সে জিনিস হারাম । যার ফলে তখন মানুষের অত্মাসমূহ অনুভব করছিল যে, এ মদ অনতিবিলম্বে হারাম হবে । এরপর মদ যখন চূড়ান্ত ভাবে হারাম হয়ে স্পষ্ট হুকুম আসবে এবং আত্মাসমূহের সামনে তা আত্মপ্রকাশ করবে, তখন মানুষ এর জন্য প্রস্তুত থাকবে । তার জন্য এটা সে সময় গ্রহণ করা সহজ হবে ।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ: নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাজের নিকটবর্তী হতে নিষেধাজ্ঞা -

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ (النساء٤٣)

" ওহে যারা ঈমান এনেছ, তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাজের নিকটবর্তী হয়ও না ঐ পর্যন্ত যে, যতক্ষণ না বুঝতে সক্ষম হও যা কিছু তোমরা বলছ ।" (সূরা নিসা: ৪৩)

এ আয়াতে দিন- রাতে কমপক্ষে পাঁচ বার মদ থেকে বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে । অতএব, নফচ কিছু সময় তা থেকে বিরত থাকার প্রস্তুতি নিবে, যাতে করে পরবর্তীতে তা থেকে পুরাপুরি বিরত থাকা সহজ হয় ।

তৃতীয় পদক্ষেপ: সব সময় সর্বাবস্থায় মদ থেকে নিষেধের হুকুম-

এ হুকুম এসেছে সূরা মায়েদায় । এ আয়াতটি সর্বশেষ অবতীর্ণ হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الخَمْرِ وَالمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿المائدة٩١﴾

"হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক শরসমূহ- এসব শয়তানেরই অপবিত্র কার্য । অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাক- যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও । শয়তান চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও নামাজ থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে । অতএব, তোমরা এখনও কি নিবৃত্ত হবে? (মায়েদা, ৯০,৯১)

পর্যায়ক্রমে ইঙ্গিত দিয়ে পরিশেষে চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞা আসার পর পরই সাহাবাগণ অতি সহজেই মদ পরিহার করতে সক্ষম হয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রজ্ঞাময়, দয়াবান।
ছাকীফ গোত্র রাসূল সা. এর কাছে এ শর্তে বাইয়াত হয়েছিলেন যে, তাদের উপর কোন ছাদকা নেই এবং জিহাদ করতে হবে না।
অতঃপর রাসূল সা. তাদের থেকে তা গ্রহণ করলেন এবং বললেন-

سيتصدقون ويجاهدون (رواه أبوداؤد)

"তারা অবশ্যই অনতিবিলম্বে জাকাত দেবে এবং জিহাদ করবে।" (আবু দাউদ)
কেননা, ঈমান যখন কোন হৃদয়ে প্রবেশ করে, তখন ইসলামের সমস্ত হুকুম-আহকাম পালন করা মোমিনের অবশ্য দায়িত্ব ও কর্তব্য হয়ে যায়। ঈমান যত শক্তিশালী হবে, তার ওয়াজিবসমূহের পাবন্দীও তত পূর্ণতা লাভ করবে।
(৬) দা'য়ী শরীয়তের যে হুকুমের প্রতি আহ্বান করবে, সে সম্পর্কে নিজে পূর্ণরূপে অবগত থাকতে হবে এবং আরও অবগত থাকবে যাকে দাওয়াত দেবে তার মানসিক অবস্থা, ইলম ও আমল সম্পর্কে। শরীয়ত সম্পর্কে তার প্রজ্ঞা থাকতে হবে। এ জন্য যে, সে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিবে বুঝে-শুনে ও দলীলের মাধ্যমে, যাতে নিজে পথভ্রষ্ট না হয় এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট না করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي (يوسف ١٠٨)

" বলে দিন, এই আমার পথ, আমি এবং আমার অনুসারীরা আল্লাহর দিকে বুঝে শুনে দাওয়াত দেই।" (সূরা ইউসুফ: ১০৮)
বলা বাহুল্য, দা'য়ীকে শরিয়ত সম্পর্কে জ্ঞানবান হতে হবে। যাতে করে তার দাওয়াতের পথে বিভিন্ন বাধা ও ক্ষতিকে প্রতিহত করতে পারে এবং তার প্রতিপক্ষকে সহীহ বুঝ দ্বারা তুষ্ট করতে পারে। বহু মূর্খ দা'য়ী রয়েছে, যারা দাওয়াতের ব্যাপারে অজ্ঞতার কারণে খুবই ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। দ্বীনের প্রতি দাওয়াত দেয়া হচ্ছে বিরাট দায়িত্ব। দাওয়াতের হক সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকার কারণে বাতিলের সামনে পরাজিত হতে হবে। তাই দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ এমন ব্যক্তিদেরকে দাওয়াতের ব্যাপারে ক্ষমতা বা অনুমতি দেয়া জায়েজ নয়, যেমন করে ছোট বাচ্চাদেরকে জেহাদের অনুমতি দেয়া বৈধ নয়।
আর যাকে দাওয়াত দেবে তার মানসিক অবস্থা, ইলম ও আমল সম্পর্কে জানতে হবে। তার অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রস্তুতি নিতে হবে এবং সে মোতাবেক দাওয়াত দিতে হবে। সে জন্যই রাসূল সা. যখন মুয়াজ রা. কে উয়ামান দেশে পাঠালেন, তখন তাকে বললেন-

إنك ستأتى أقواما أهل كتاب

"নিশ্চয়ই তুমি এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ, তারা হল আহলে কিতাব।"
অতঃপর রাসূল সা. তাকে তাদের অবস্থা সম্পর্কে খবর দিলেন, যাদেরকে পূর্বে দু'টি উদ্দেশ্যে তাদের কাছে পাঠান হয়েছিল। নিশ্চয়ই দা'য়ী যখন তাদের অবস্থা না জেনে দাওয়াত দেয়,

তখন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বিপরীত ঘটে থাকে। কেননা. সে উত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ দিয়ে শুরু করে।

(৭) দা'য়ী ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ ও চরিত্রের দিক দিয়ে ইলম ও আমলে উত্তম আদর্শের অধিকারী হবে। অনুসরণ ও ফজীলতের ব্যাপারে যা সে আদেশ করবে, তা নিজে পালন করবে; আর নিকৃষ্ট ও পাপ কাজ যা সে নিষেধ করবে, তা থেকে নিজে বিরত থাকবে। কেননা, ধর্মে কোন হুকুম এমন নই যে, সে আদেশ করবে, অথচ তা পালন করবো; অথবা নিষেধ করবে, অথচ সে তা করবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿الصف٣﴾

"ওহে যারা ঈমান এনেছ, তোমরা এমন কথা কেন বল যা তোমরা কর না? আল্লাহর কাছে বড় অপরাধ এই যে, তোমরা যা করনা তা বল। (সূরা সাফ ঃ১, ২)

বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীস শরীফে উছামা বিন যায়েদ রা. হতে বর্ণিত রয়েছে যে, নবী করীম সা. বলেন-

يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى فى النار فتندق أقتابه- يعني أمعاءه- في النار فيدور بها كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أى فلان ما شأنك أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه (متفق عليه)

"এক ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন আনা হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তার নাড়ী-ভুড়ি আগুনে বের হয়ে যাবে। তা নিয়ে সে যাতা নিয়ে ঘূর্ণায়মান গাধার মত ঘুরতে থাকবে। জাহান্নাম-বাসী তার কাছে একত্রিত হবে এবং বলবে: হে উমক! তোমার কি হয়েছে? তুমি কি আমাদেরকে সৎকাজের হুকুম করছিলে না? সে জবাব দিবে. আমি তোমাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করেছিলাম, কিন্তু আমি তা নিজে করিনি এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করেছিলাম, অথচ আমি তা করতাম।" (বুখারী ও মুসলিম)

কেউ অপরকে যা আদেশ করে, তার বিপরীত কাজ করা এবং যা নিষেধ করে, তা করা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যেমন খেলাফ, তেমনি আকলেরও খেলাফ।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿البقرة٤٤﴾

"তোমরা কি মানুষদেরকে সৎ কর্মের আদেশ কর এবং নিজেদেরকে ভুলে যাও? অথচ তোমরা কিতাব পাঠ কর! তোমরা কি বুঝ না? (বাকারাঃ৪৪)

কোন কিছুর দিকে দাওয়াত ঐ সময় হয়ে থাকে যখন তার উপকারিতা ও ফায়দায় সন্তুষ্ট হয়। অথচ তার বিপরীত ফল ঐ সময় হয়ে থাকে, অথবা যাদেরকে হুকুম করে, তাদের সাধারণ উপকারিতা বিলুপ্ত হয়ে যায়। আর এ দুটি আকলের বিপরীত। কেননা, জ্ঞানী নিজে সাধারণ উপকারিতা বিনষ্ট করে না এবং নিজেকে কোন ক্ষতির মধ্যে ফেলে দেয় না।

অথবা দাওয়াতের উপকারিতা না জেনে নিজে এমন জিনিসে কষ্ট পায়, যার ফায়দা সে দেখতে পায় না। এমন পোশাক সে পরিধান করে, যার যোগ্য সে নয়।

আর যদি লোক দেখানোর জন্য দাওয়াত দেয়, তবে সে নিজেকে নিজে ধোঁকা দিল। কেননা, তার হুকুমে কাজ হবে না এবং তার প্রকৃত অবস্থা অচিরেই প্রকাশ পাবে।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ (الرعد ١٧)

"ফেনাতো শুকিয়ে খতম হয়ে যায়, আর যা মানুষের উপকার আসে, তা জমিতে অবশিষ্ট থাকে।" (সূরা রা'দ ১৭)

কবি বলেন:

ثوب الرياء يكشف عما تحته

فإذا اكتسيت به فإنك عار

লোক দেখানো পোশাক তার নীচে যা থাকে, তা প্রকাশ করে দেয়। অতএব, তুমি যদি তা পরিধান কর, তবে নিশ্চয়ই তুমি উলঙ্গ।"

ইসলাম প্রচারকের জন্য উচিত যে, আল্লাহর বিধান অনুসরণে কোন রকম গাফলতী করবে না। মনে রাখবে, তার অবহেলা অন্যদের অবহেলার মত নয়। কেননা, সে হচ্ছে মানুষের জন্য আদর্শ। যখনই তাকে মানুষ দেখবে যে, সে আল্লাহর অনুসরণের ব্যাপারে উদাসীনতা দেখাচ্ছে, বা কোন কিছুকে হেয় ও তুচ্ছ মনে করছে, তখন তারাও তার মত হবে অথবা তার চেয়ে অধিক উদাসীন হবে। আর এ জন্য কোন মোস্তাহাব বস্তুও কখনো দা'য়ীর জন্য ওয়াজিব হয়ে যেতে পারে- যদি কোন সুন্নত বা মোস্তাহাবের আমল তার কাজের উপর লক্ষ্য করে বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তেমনিভাবে দা'য়ীর পাপ কাজ করতে থাকা অন্যের নাফরমানির মত নয়। কেননা, মানুষ তার কাজকে দলীলরূপে বিবেচনা করে তাতে লিপ্ত হবে। এমনকি দা'য়ী এ কাজ করতে থাকায় অসৎ কাজও মানুষেরা ভাল কাজ মনে করে করতে থাকতে পারে। আর এ কারণেই মাকরুহ কাজ মনে করে করতে থাকতে পারে। আর এ কারণেই মাকরুহ কাজ দা'য়ীর জন্য হারাম বিবেচিত হয়- যদি তার কাজটা মানুষের অন্তরে উক্ত কাজটি মুবাহ হওয়ার বিশ্বাসকে বদ্ধ-মূল করে। অতএব, দা'য়ীর উপর বিরাট আমানত ও বড় দায়িত্ব রয়েছে- একথা তার ভাবতে হবে এবং খুব সতর্কতার সাথে চলতে হবে।

আল্লাহ যেভাবে পছন্দ করেন, সেভাবে আমরা সবাই যাতে দার দ্বীনের কাজ পালন করতে পারি, সেজন্য আল্লাহর কাছে আমরা সাহায্য প্রার্থনা করছি। নিশ্চয়ই তিনি দানশীল ও দয়াবান।

(৮) দা'য়ী তার আচরণ, কথা ও কাজে ভদ্র ও সম্মানী হবে। অভদ্র ও কর্কশ হবে না। সমাজে সে যেন সম্মানের পাত্র হয়। তাতে বাতেলপন্থী তার সাথে বাতিল আশা করতে পারবে না এবং ইখলাছপূর্ণ ব্যক্তিদের কাছে সে গোপন থাকবে না। প্রচেষ্টার স্থানে সে চেষ্টা করবে এবং রসিকতার স্থানে সে রসিকতা করবে। কথা বলায় যদি মঙ্গল থাকে, তখন কথা বলবে; আর কথা বলায় যদি অমঙ্গল থাকে, তবে চুপ থাকবে। ভদ্রতার দিক দিয়ে তার হওয়া উচিত প্রশস্ত হৃদয়, হাস্য চেহারা

ও নম্রতার অধিকারী। সে মানুষকে ভালোবাসবে এবং তারাও তাকে ভালোবাসবে। যাতে তারা তার থেকে দুরে সরে না যায়। দা'য়ীর প্রশস্ত অন্তর, হাস্য চেহারা ও নম্রতার মাধ্যমে বহু লোক আল্লাহর দ্বীনে দলে দলে দাখিল হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়
দাওয়াতে সফলতার শর্তাবলি

দা'ওয়াতে কৃতকার্যতা বা সফলতা অর্জন হচ্ছে এমন একটা ফসল-যা দা'য়ীগণ চেষ্টার দ্বারা লাভের আশা করে থাকে। দাদের দা'ওয়াত ফলপ্রসূ হওয়ার কামনা-বাসনা যদি না থাকত, তবে তাদের আগ্রহ বা শক্তি লোপ পেত এবং তাদের দা'ওয়াত ক্ষীণ ও দুর্বল হয়ে যেত। তাই প্রত্যেক দা'য়ীর জন্য উত্তম হচ্ছে, তার দা'ওয়াত ফলপ্রসূ ও সফল হওয়ার কৌশলসমূহ জেনে নিয়ে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা, যাতে করে আকাঙ্ক্ষিত রেজাল্টে পৌঁছতে সক্ষম হয়। দা'ওয়াতে সফলতা অর্জনের কৌশল-কারণ বা শর্তাবলিসমূহ হচ্ছে নিম্নরূপ:

(১) দ্বিতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে যা বর্ণিত হয়েছে, তা বাস্তবায়িত করা।

(২) দেশের ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তির কাছ থেকে দাওয়াত কাজের জন্য সনদ বা অনুমতিপত্র থাকতে হবে্ বলা বাহুল্য, দাওয়াত ও ক্ষমতা এ দু'টিই জাতিকে সংশোধনের স্তম্ভ স্বরূপ। যদি এ দু'টি বিষয় একত্রিত হয়, তবে তো আল্লাহর ইচ্ছায় লক্ষ্যবস্তু ও মাকছুদ অর্জিত হওয়া নিশ্চিত। আর যদি দাওয়াত ও ক্ষমতা একটি অপরটির বিপরীতপন্থী হয়, তবে পরিশ্রম বিনষ্ট হয় অথবা বড় ধরনের দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। অতএব, যে দেশ প্রকৃত স্থায়ী ইজ্জতের ইচ্ছা করে এবং পৃথিবীতে সম্মানের রাজত্ব করতে চায়, সেই দেশের দায়িত্ব হবে আল্লাহর দ্বীনকে আঁকড়ে ধরা এবং তাঁর রাসূলের সা. পথকে অনুসরণ করা। আর যে সমস্ত আইন-কানুন ও শিক্ষা আল্লাহর দ্বীন ও রাসূলের সা. হিদায়েতের পরিপন্থী, সে সমস্ত থেকে বিমুখ থাকা। কেননা, আল্লাহর বাণী ও তাঁর দ্বীনকে সঠিকভাবে গ্রহণ করবে, তার বিরোধিতা যে করবে, তার উপর থাকবে তার প্রাধান্যতা এবং সেই হবে বিজয়ী।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴿الروم٧﴾

"এটি আল্লাহর প্রতিশ্রুতি। আল্লাহ স্বীয় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিক শুধু জানে। তারা পরকালের খবর রাখে না।" সূরা রুম ৬-৭)

আর যে দেশ প্রকৃত স্থায়ী সম্মান ও জমিনে খেলাফত চায়, তার উচিত হবে, আল্লাহর পথের দাওয়াতকে বিজয়ী করার জন্য কথা ও কাজ, উৎসাহ ও উদ্দীপনার মাধ্যমে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করেন, হুশিয়ারী বালা-মুসিবত দান করেন। যখন মানুষের অন্তরে ঈমান দুর্বল হয়ে যায়, তখন তিনি কঠোর বাধা প্রদানকারী হয়ে গজব নাজিল করে তাদেরকে আল্লাহর বিধান

অনুসরণে বাধ্য করেন। এমনকি তখন তারা সংশোধন হয় এবং সঠিক পথে চলে।
এমনভাবে আল্লাহর পথের সচেতন দা'য়ীরা দেশের ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ রাখবেন। পাশাপাশি তাদেরকেও হক পথে চলার জন্য উৎসাহিত করবেন। দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের জন্য যে সমস্ত প্রশংসিত প্রতিদান রয়েছে, তা তাদের নিকট বর্ণনা করবেন এবং হকের খেলাফ করায় দুনিয়া ও আখেরাতে সে সমস্ত নিকৃষ্ট পরিণাম ও দুর্ভাগ্য রয়েছে, তা তাদের জানাবেন। এমনিভাবে তাদেরকে সর্বশক্তি দিয়ে আল্লাহর দাওয়াতে সাহায্যের জন্য উৎসাহ প্রদান করবেন এবং হতাশার ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক বুঝ দেবেন। (৩) দাওয়াত গ্রহণযোগ্য ও যথাস্থানে হতে হবে, যাতে করে আহ্বানকৃত ব্যক্তিরা তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকে। তাদের কাছে যেন এমন কোন বাধা প্রদানকারী কিছু না থাকে, যা তাদের দাওয়াত গ্রহণ করার মধ্যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে। সাধারণতঃ দাওয়াত ঐ সম্প্রদায়ের কাছে হওয়া উচিত, যারা তাদের ভ্রান্ততা ও অন্যায়ের শেষ পরিণাম জানতে পেরে তার থেকে নাজাত কামনা করছে। রাসূলের সা. দাওয়াতের প্রতি লক্ষ্য করুন, তাঁর এ দাওয়াত ছিল যথাযথ স্থান, কাল ও পাত্র বিশেষ। এ সময় ছিল রাসূল পাঠাবার উপযুক্ত সময়; পাত্র ছিল নিশ্চিত, মানুষ বিশেষ আগ্রহভরে রিছালতের নূরের প্রতীক্ষায় ছিল। তার রহমতের বৃষ্টির ন্যায় মানুষের মাঝে রাসূলের সা. আবির্ভাব হল।

সেকালে আউছ গোত্র ও খাজরাজ গোত্র যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। আর তা স্থায়ী ছিল হিজরী সনের প্রায় পাঁচ বছর পূর্ব পর্যন্ত। এ যুদ্ধে নিহত হয়েছিল আউছ ও খাজরাজ এ দু'টি গোত্রের অসংখ্য লোক। তারা এমন একটি জিনিসের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিল, যা তাদেরকে একত্রিত করবে এবং তাতের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের সৃষ্টি করবে। তাদের সেই প্রতীক্ষিত নিয়ামতরূপে তখন নবীজী সা. এর আবির্ভাব হল।
ছহীহ বুখারীতে আয়েশা সিদ্দীকা রা. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ
"দিনের পর দিন ছিল উত্তপ্ত। এ দিনে আল্লাহ তা'আলা প্রেরণ করলেন তাঁর রাসূল সা. কে। সে সময় রাসূল সা. আগমন করলেন এমন গোত্রে, যারা পরস্পর কাটাকাটি, মারামারিতে লিপ্ত ছিল। রাসূলের সা. আগমনের মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে ইসলামে প্রবেশ করার তৌফিক দিলেন এবং পরস্পরের ভ্রাতৃত্ববোধ দান করলেন।"
ইবনে ইছহাক উল্লেখ করেন যে, নবী করীম সা. যখন হজ মৌসুমে খাজরাজ গোত্রের সাথে কথা ব?ললেন, তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিলেন, তখন তারা ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং বললেন- আমরা আজ থেকে আমাদের গোত্রের ও অন্য গোত্রের শত্রুতা ও অন্যায় ছেড়ে দিলাম। আল্লাহর কাছে কামনা করছি যে, আপনার দ্বার তিনি যেন তাদের মাঝে মিল করিয়ে দেন।
আর যদি এমন এক গোত্রের কাছে দাওয়াত দিতে হয়, যারা বাতিল বরণ করেছে, মদ পান করে নেশা গ্রস্ত হচ্ছে অন্যায়ের

চাকচিক্যে নিজকে অধিক মর্যাদাবান মনে করছে এবং পার্থিব অসাড় মরীচিকার ধোঁকায় পড়েছে, সে?খানে সাধারণ দাওয়াতের সফলতার গতি হবে মন্থর। কেননা, বাতিলের প্রবল গতি তাদের মাঝে শক্তিশালী, আর এ প্রবল গতির মোকাবিলার জন্য প্রয়োজন দাওয়াতের বিরাট শক্তি, যাতে করে তার উপর বিজয় লাভ করা সম্ভব হয়। এজন্য দাওয়াতী পর্যায়ের সর্বস্তরে বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচেষ্টা করা প্রয়োজন। আল্লাহ সকল সাহায্যের জন্য যথেষ্ট।

(৪) দা'য়ী তার দাওয়াতের সফলতার ব্যাপারে নিরাশ না হয়ে প্রবল আশাবাদী থাকবে। নিশ্চয়ই দৃঢ় আশা-দাওয়াত পরিচালনায় ও তার সফলতাদানের প্রচেষ্টায় একটা শক্তিশালী গতি, যেমনিভাবে নিরাশা অকৃতকার্য হওয়া ও দাওয়াতের শ্লথ গতির একটা বিশেষ কারণ। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া দা'আলা স্বীয় নবীর জন্য আশা-আকাঙ্ক্ষার বিভিন্ন দরজা খুলে দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ المُؤْمِنِينَ ﴿الذاريات٥٥﴾

"স্মরণ করিয়ে দিন। কেননা, স্মরণ করাটা মুমিনদের উপকারে আসবে।" (সূরা আয-যারিয়াতঃ ৫৫)

তিনি আরও বলেন:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَى وَدِينِ الحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّه (الفتح ٢٨)

তিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য ধর্মসহ পাঠিয়েছেন, যাতে তাকে সকল ধর্মের উপর বিজয়ী করেন। (সূরা ফতহঃ২৮)

অন্য আয়াতে তিনি বলেন-

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿هود٤٩﴾

"এটা এক অদৃশ্যের সংবাদ, যা আপনাকে ওহির মাধ্যমে জানিয়ে দিচ্ছি। ইতিপূর্বে আপনার ও আপনার সম্প্রদায়ের এ সম্পর্কে কিছুই জানা ছিল না। অতএব, ধৈর্যধারণ করুন। নিশ্চয়ই শেষ প্রতিদান মুত্তাকিনদেরই জন্য। (সূরা হুদঃ৪৯)

রাসূলের সা. বিরাট আশা ও দূরবর্তী দৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য করুন : তায়েফ থেকে ফিরে আসার কঠিন দিন যখন তিনি তার সম্প্রদায়কে আল্লাহর পথে ডেকেছিলেন, অতঃপর তারা তার দাওয়াতে সাড়া না দিয়ে তাদের নির্বোধদেরকে তাঁর পিছনে লেলিয়ে দিয়েছিল, তখন তিনি করনাচ্ছাযালির নামক স্থানে পৌঁছোলে জিবরীল তাঁকে বললেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনার সম্প্রদায়ের কথা শ্রবণ করেছেন এবং দাওয়াতের প্রেক্ষিতে যা জবাব দিয়েছে, তাও তিনি অবলোকন করেছেন, তাই আপনার কাছে পাহাড়ের ফেরেস্তা পাঠিয়ে দিয়েছেন এ জন্য যে, আপনি তাদের ব্যাপারে যা ইচ্ছা করবেন, তা তাকে হুকুম করুন। তখন পাহাড়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেস্তাও এগিয়ে এসে রাসূলুল্লাহ সা. কে ছালাম দিয়ে বললেন: হে মোহাম্মাদ সা.! আপনি যা হুকুম করবেন, আমি তা-ই করব। যদি আপনি ইচ্ছা করেন, তা হলে আমি এ কঠিন দু'টি পাহাড় চাপিয়ে তাদেরকে নিষ্পেষিত করে দেব। তখন নবী করীম সা. বললেন: "বরং আমি কামনা করছি যে, আল্লাহ তাদের বংশ থেকে এমন লোক বের করবেন, যারা এককভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না।"

নিঃসন্দেহে এই সুদূর প্রসারী আশা দাওয়াত পরিচালনা ও তার সফলতার প্রচেষ্টায় এবং তাকে গতিশীল করে তুলতে যথেষ্ট কার্যকর ও শক্তিশালী ।

মহান আল্লাহর কাছে আমাদের কামনা যে, তিনি যেন আমাদেরকে ভাল কাজের দা'য়ী বানিয়ে দেন এবং মন্দ কাজের বাধা প্রদানকারী বানান । তিনি যেন মুসলিম জাতির মধ্যে তৈরি করেন সঠিক পথপ্রাপ্ত, উত্তম, সৎ ও চরিত্রবান নেতা-যারা দেশে ইসলামী নীতির আলোকে ফয়সালা করবেন এবং হক ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করবেন । আমীন:

والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

সমাপ্ত